অনলাইন সেবা ও প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বিদ্যালয়ের কাজে ও ব্যক্তিগত নানা কাজে প্রায়ই শিক্ষা অফিসে আসতে হয়। শিক্ষা অফিস থেকে কোন কোন বিদ্যালয় চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। আবার কোন কোন উপজেলা দুই তিনটি নদী দ্বারা বিভক্ত হওয়ায় নদী ও চর অতিক্রম করে উপজেলা শিক্ষা অফিসে আগমন বিদ্যালয়ের পাঠদান কার্যক্রমে ক্ষতিগ্রস্তের পাশাপাশি সময় ও অর্থের ব্যাপক অপচয় ঘটে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ সাধারণত বিভিন্ন প্রকার আবেদন ও ছুটি সংক্রান্ত কাজে যেমন-নৈমিত্তিক ছুটি,চিকিৎসাজনিত ছুটি,চিকিৎসাজনিত ছুটি শেষে বিদ্যালয়ে যোগদানের অনুমতি,সংরক্ষিত ছুটি,পিটি আই পাশের পর স্কেল পরিবর্তনের আবেদন,মাতৃত্বকালীন ছুটি,মাতৃত্বকালীন ছুটি শেষে বিদ্যালয়ে যোগদানের আবেদন এবং অন্যান্য তথ্য উপাত্ত প্রদানের জন্য দূর-দূরান্ত থেকে উপজেলা শিক্ষা অফিসে আসেন। উল্লিখিত ছুটি ও আবেদনসমূহ এবং তথ্য উপাত্তসমূহ ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে অথবা বিদ্যালয়ের পার্শ্ববর্তী কোন বাজারের কম্পিউটার ও ইন্টারনেটের দোকান থেকে আবেদন ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র ই-মেইলের মাধ্যমে উপজেলা শিক্ষা অফিসে প্রেরণ করলে এবং উপজেলা শিক্ষা অফিস থেকে আবেদন সমূহ মঞ্জুর করে প্রেরক ই-মেইলে প্রেরণ করার মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত সেবাটি প্রদান করা হয়। প্রেরক ই-মেইল থেকে সেবা গ্রহীতাকে তার সুবিধামত সময় মঞ্জুর পত্রটি প্রিন্ট করে নিতে হয়। এতে করে সেবা প্রত্যাশী শিক্ষককে কষ্ট করে দূর-দূরান্ত থেকে উপজেলা শিক্ষা অফিসে আসার প্রয়োজন হয় না। ফলে ঐ শিক্ষক পাঠদান কার্যক্রমে সময় দেয়ার পাশাপাশি অর্থ ও সময় দুইটিরই অপচয় রোধ করতে পারবেন।

১. প্রেক্ষাপট ঃ প্রকল্পটি চালুর পূর্বে দূর দূরান্ত থেকে শিক্ষকদের উপজেলা শিক্ষা অফিসে দৈনন্দিন সেবা গ্রহণের জন্য আসতে হতো। কর্মকর্তার অনুপস্থিতিতে তাঁদেরকে অফিসে বসে থাকতে হতো। একদিকে তাদের অর্থ ও সময় অপচয় হতো। অন্যদিকে বিদ্যালয়ে শ্রেণি কার্যক্রমে সময় দিতে পারতেন না। অনেক সময় সেবা না পেয়ে হতাশ হয়ে ফিরে যেতেন।

২. অগ্রাধিকার ও উদ্দেশ্যসমূহ ঃ

- শিক্ষকবৃন্দের সময় ও অর্থের অপচয় রোধ করা।
- ১/২ জন শিক্ষক বিশিষ্ট বিদ্যালয়ের শ্রেণি কার্যক্রম বন্ধ রোধ করা ।
- উপজেলা শিক্ষা অফিসে এসে কর্মকর্তার অনুপস্থিতিতে বসে থাকতে না হয় সে ব্যবস্থা গ্রহণ।
- শিক্ষকবৃন্দ শ্রেণি কার্যক্রমে বেশি সময় দিতে পারবেন।
- প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন ঘটানো।

৩. ব্যবহৃত সৃজনশীল পদ্ধতিসমূহ ঃ

- **প্রচলিত সেবার পরিবর্তে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার।**
- **সরাসরি সেবা নিতে না এসে ই-মেইলের মাধ্যমে সেবা গ্রহণ।**
- **নিজের ব্যবহৃত স্মার্ট ফোনের মাধ্যমে সেবা গ্রহণ।**

৪. প্রকল্প শুরু/ বাস্তবায়নের সময় কাল ঃ ০৬ মাস

৫. প্রকল্প/ উদ্যোগের ফলে সৃষ্ট প্রভাব/ পরিবর্তন ঃ

- **অফিসে না এসেই শিক্ষকবৃন্দ সেবা গ্রহণ করতে পারছেন।**
- **শ্রেণি কার্যক্রমে পূর্বের তুলনায় বেশি সময় দিতে পারছেন।**
- **সেবা গ্রহণে হয়রানি রোধ হয়েছে।**
- **অর্থ ও সময়ের অপচয় রোধ হয়েছে।**
- **প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন ঘটছে।**

৬. অসাধারণ অর্জন ঃ

(১) সেবা গ্রহণের জন্য শিক্ষকবৃন্দ পূর্বে অর্থ ও সময় অপচয় করে দূর দূরান্ত থেকে অফিসে আসতেন। এখন নিজের হাতে থাকা স্মার্ট ফোনের মাধ্যমে আবেদন ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ই-মেইলের মাধ্যমে পাঠিয়ে কাঙ্ক্ষিত সেবাটি প্রেরক ই-মেইলেই পেয়ে থাকেন। সেবাটির মঞ্জুর আদেশ সেবা প্রত্যাশী শিক্ষক তাঁর সুবিধজনক সময়ে প্রিন্ট করে নিতে পারবেন।

(২) পূর্বে শিক্ষকদেরকে সেবা গ্রহণের জন্য দূর দূরান্ত থেকে অফিসে আসার জন্য শ্রেণি কক্ষে সময় দিতে পারতেন না। এমনকি বিদ্যালয়ে ফিরে গিয়ে পূনরায় শ্রেণি কার্যক্রম অংশগ্রহণ করা তাদের জন্য সম্ভব হতো না। এখন সেবা নিতে অফিসে না আসার জন্য পূর্বের তুলনায় শ্রেণি কার্যক্রমে বেশি সময় দিতে পারেন।

(৩) সেবা গ্রহণ করতে এসে কর্মকর্তার অনুপস্থিতিতে হতাশায় বসে থাকতে হতো। অনেক সময় তাদের কে সেবা না পেয়ে ফিরে যেতে হতো। এভাবে শিক্ষকবৃন্দ হয়রানীর শিকার হতেন।

(৪) পূর্বে সেবা নিতে আসা এবং যাওয়ার জন্য ২০০/- খরচ হলেও এখন তথ্য আদান প্রদান ও মঞ্জুর আদেশ প্রিন্ট করতে অর্থাৎ সেবাটি পেতে মাত্র ২০/- টাকা খরচ হয়। পূর্বে সেবা গ্রহণের জন্য দুই বার যাতায়াত করতে হলেও বর্তমান যাতায়াতের কোন প্রয়োজন নাই।

(৫) পূর্বের তুলনায় শিক্ষকবৃন্দ শ্রেণি কার্যক্রমে বেশি সময় দিতে পারায় প্রাথমিক শিক্ষা মানোন্নয়ন ঘটছে।

-মো. সিরাজুল ইসলাম, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, সদর, যশোর । ফোন-০১৭১৯-৩১৫২১৫